পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগ

শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/পরি-২২(অংশ-২)/২০২৩-২৪/ ৮৪৪

তারিখ: ০৪/০২/২০২৪ খ্রি:

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: **পরিবারভিত্তিক/ সমাজভিত্তিক শস্যগোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ (সংশোধিত) নীতিমালা জারিকরণ।**

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের ২৭-০৫-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪০তম সভায় শস্যগোলা ঋণ নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে পরিচালনা বোর্ডের ২০-০৫-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫১তম সভায় উক্ত নীতিমালার ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। পুনরায় ২৫-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ৮১তম সভায় ঋণের সিলিং সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ৮% করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। পরিচালনা বোর্ডের ২২-০৯-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৩তম সভায় উক্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ নং ০৫ এবং ঋণের সিলিং বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিপত্রের ০২ নং অনুচ্ছেদ বাতিলের প্রস্তাব বোর্ড অনুমোদন করে। এছাড়া ঋণের বিপরীতে মজুদকৃত খাদ্যশস্যের একটি স্টক প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে মাঠ সহকারী, জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এবং শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর করে ঋণ সংক্রান্ত নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন । ৮৩তম সভায় বাতিলকৃত অনুচ্ছেদ দুটি নিম্নরূপ:

> “কোন সদস্য সর্বোচ্চ ২৫ মন বা ২০ মন চাল বা খাদ্য শস্য নিজের গৃহে বা গোলায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমিতির জিম্মায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন”- পসব্য/প্রকা/পরি-০৭/২০১৯-২০/২৭৩৭; তারিখ: ১৬/০৪/২০২০।
>
> “মোট শস্য মূল্যের সর্বোচ্চ ৯০% ঋণ বিতরণ করা যাবে”- পসব্য/প্রকা/পরি-০৭/২০১৯-২০/৩২১৪; তারিখ: ২৪/০৬/২০২০।

০৩। পরিচালনা বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত পরিপালনপূর্বক একটি সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক আপনাদের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো এবং এতদসংক্রান্ত পূর্বের নীতিমালাসমূহ বাতিল করা হলো। সংশোধিত নীতিমালা মোতাবেক ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করার জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া হলো। নিয়ম বহির্ভুত বা শস্য না থাকা সত্বেও এই নীতিমালার আওতায় ঋণ প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্থ

(মো: রুহুল আমিন)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং কার্যার্থে: (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। স্টাফ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সকল বিভাগীয় প্রধান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগ প্রধান, আইসিটি সিস্টেম বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কে এ খাতে নতুন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ ৮% এবং ঋণ সিলিং ৫০,০০০/- ও অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ সিবিএস সফটওয়্যারে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল) কে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকি করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ঋণ বিতরণে কোন প্রকার জাল জালিয়াতি বা শস্য না থাকা সত্বেও ঋণ বিতরণ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান কার্যালয়ের সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। তদারকি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে কোন প্রকার জাল-জালিয়াতি হয়ে থাকলে তার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তাবে।
৭। সকল নিরীক্ষা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৮। অফিস নথি।

(মো: তানভীর হাসান মজুমদার)
সিনিয়র অফিসার

শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগ

বিষয়: পরিবারভিত্তিক/ সমাজভিত্তিক শস্যগোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ (সংশোধিত) নীতিমালা।

প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা

কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার এ দেশে প্রাচীনকাল থেকে কৃষক এবং কৃষি নির্ভর পরিবারে বাৎসরিক খাদ্যশস্য গোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু ছিল এবং বর্তমানেও কিছু আছে। শিল্প ও সেবা সেক্টরে জনবল চাহিদার প্রয়োজনে কৃষি সেক্টর থেকে জনবল যেমনি কমেছে, তেমনি কৃষি উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। সাথে আছে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার। ধান বাড়িতে ঢেঁকিতে ভেঙ্গে চাল করার প্রথা রহিত হয়ে গেছে। প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের ছোট ছোট চালকল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময়কালে এদেশে চাল উৎপাদন ছিল প্রায় ১ কোটি টন। কৃষি শিল্পায়ন, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে কৃষি জমি অনেক কমে যাওয়ার পরেও এখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চারগুণ। বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ যথাযথ মূল্যে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী গুদাম আছে অনেক এবং এগুলোর ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২২ লক্ষ টন। কৃষক পর্যায়ে ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক সরাসরি ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সরকারী পর্যায়ে খাদ্যশস্য সহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এবং বিপণনের এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রান্তিক পর্যায়ে অনেক কৃষক অনেকক্ষেত্রে সরাসরি সরকারী খাদ্য গুদামে ধান চাল বিক্রয় করতে পারেন না। তাছাড়া ধান মাড়ায়ের পরপরই প্রান্তিক ও অসচ্ছল কৃষকের ধান বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়। তখন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে এবং বাজার মূল্যের মধ্যে বড় একটা ব্যবধান থাকে। এসুযোগে মধ্যসত্বভোগীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে লাভের একটি বড় অংশ নিয়ে যায়। সরকারী খাদ্য গুদামে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে বোরো মৌসুমে প্রায় ১০ লক্ষ টন এবং বাকি অর্ধেকের অধিকাংশ আমন মৌসুমে সংগ্রহ করা হয়।

পল্লী অঞ্চলে কৃষি নির্ভর যেসব পরিবার পূর্বে কৃষি শ্রমিকদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতেন তারা এখন উৎপাদনে নেই। ফসল উৎপাদন করে বর্গা চাষী বা বন্ধকী চাষী হিসেবে একটু দরিদ্র শ্রেণীর কৃষকরা। পুঁজির স্বল্পতার জন্য তাদের ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক গ্রহণ ও ফসল উৎপাদন করতে হয়। তাছাড়া বোরো ধান উৎপাদনে সেচ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের কারণে খরচ একটু বেশি। তাই ধান উঠার সাথে সাথে তাদের ফসল বিক্রয় করে ঋণ শোধ করতে হয়। তাছাড়া, কৃষি নির্ভর নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার যেহেতু কৃষি পেশায় নেই তাই পূর্বে ধান সংরক্ষণের জন্য প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধানের গোলায় ধান সংরক্ষণ ব্যবস্থাটিও কমে গেছে দৃশ্যমানভাবে। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে অর্থের অভাবের কারণে তাই ধান সংরক্ষণের সুযোগ থাকেনা।

সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল বিক্রয় করতে হলে কিছু মান যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন আদ্রতা ১৪% এর কম থাকতে কবে, চিটা ধান ০.৫% এর কম থাকতে হবে, চালের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ আর্দ্রতার পাশাপাশি ভাঙ্গা চাল বা মরা চাল ০.২৫% এর কম থাকতে হবে ইত্যাদি। কৃষক তার অল্প পরিমাণ ধান চাল নিয়ে খাদ্য গুদামে গেলে এ মান মাত্রা অতিক্রম তার জন্য সহজ হয় না বিধায় মধ্যসত্ত্বভোগীর পাতানো জালে তাদের ধরা দিতেই হয়। বাজার ও সরকারী মূল্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় সরকারী গুদামে ধান বিক্রয়ের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষককে একটা অঘোষিত যুদ্ধে নামতে হয়। আর এসুযোগে হাজির হয় মধ্যসত্বভোগীরা। সরকারী খাদ্য গুদামে ধান সরবরাহ করার নীতিমালায় কৃষক কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র বা যেসব প্রমাণ কৃষকের জন্য প্রয়োজন, তা এ মধ্যসত্বভোগীরাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করে এবং সুবিধার একটি অংশ নিয়ে নেয় এবং অবশিষ্ট সুবিধা সংশ্লিষ্ট কৃষককে দেয় । এত কিছু কৃষক যে পরিমাণ সুবিধা পায় তারচেয়ে বেশি সুবিধা কয়েক ধাপের মধ্যসত্বভোগীর কপালে জোটে। আর অধিকাংশ কৃষক এ সুবিধার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার প্রভাবে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে। কাজেই, আগামীতে খাদ্য শস্য নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে বোরো মৌসুমে ২০২২ সালে সরকারের সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে: ৬.৫০ লাখ মেট্রিক টন ধান, ১১.০০ লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল, ০.৫০ লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	খাদ্য শস্য	দাম
১	ধান	২৭ টাকা
২	সিদ্ধ চাল	৪০ টাকা
৩	আতপ চাল	৩৯ টাকা

যেসব কৃষক উপরোক্ত মূল্যে সরকারী খাদ্য গুদামে ধান/চাল বিক্রয় করতে পারবেনা, তাদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পর্যায়ে ধান/চাল গোলায় সংরক্ষণ করা কৌশল জনপ্রিয় করা যেতে পারে। কৃষক যেহেতু কৃষির উপকরণ ক্রয় ও জমি বন্ধক গ্রহণের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন, তাই ধান উঠার সাথে সাথে ফসল কম মূল্যে বিক্রয় প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য পরিবার ও সমিতি পর্যায়ে সংরক্ষণের পুরানা পদ্ধতি জনপ্রিয় করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পরিবার ভিত্তিক/ সমাজভিত্তিক শস্যগোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ নীতিমালা জারি করছে।

সম্প্রতি ১৬ অক্টোবর/২০২২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বৈশ্বিক দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকট থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার পাশাপাশি প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আবারো অনুরোধ করছি কোন খাদ্যের অপচয় নয়, যার যেখানে যতটুকু জমি আছে তা চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান, সারা বিশ্বে যে দুর্যোগের আভাস আমরা পাচ্ছি, তা থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করুন। আমি বিশ্বাস করি সকলের প্রচেষ্টায় এটা করা সম্ভব।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘পুষ্টিকর খাদ্য, সুষম খাদ্য, নিরাপদ খাদ্য-এটাই আমরা নিশ্চিত করতে চাই। যা আমাদের দেশের মানুষ কেবল নয়, সারাবিশ্বের মানুষেরই এটা একান্তভাবে প্রয়োজন।’ খাদ্যের চাহিদা কোনদিন কমে না, বরং বাড়ে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘কাজেই আমি যত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি আর যত বেশি খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং যেটা আমাদের অর্থনীতিতেও বিরাট অবদান রাখতে পারে।’

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন, ‘সেই সঙ্গে আমি বলবো সুষম খাদ্য গ্রহণ করা, খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য সংরক্ষণ এবং পুর্নব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া সারাদেশে গড়ে তোলা ১শ’ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যাতে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পও গড়ে ওঠে সেই বিষয়টাতেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।’ ‘নিজের খাবার নিজেরা উৎপাদন করার চেষ্টা করবেন, যাতে পরিবেশের ওপর চাপ কমে, বাজারের ওপর চাপ কমে। সকলে মিলে আমরা কাজ করলে অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের ওপর কোন রকম আঘাত আসবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস’, যোগ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

কোন কৃষক যে পরিমাণ ধান/চাল বিক্রয় করতে ইচ্ছুক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে সে ধান কৃষকের গৃহে সমিতির জিম্মায় উক্ত ঋণ গ্রহণ করে সংরক্ষণ করতে পারবেন। সময়ান্তরে যথাযথ মূল্যে সমিতির সম্মতি ও সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি ধান বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করবেন। এতে কৃষক যেমন ন্যায্য মূল্য পাবেন, মধ্যসত্বভোগীর ভূমিকার দৌরাত্ম্য কমবে এবং পরবর্তী বছরে কৃষক ধান চাষে আরো আগ্রহী ও বিনিয়োগ করতে পারবেন। সে প্রেক্ষাপটে এ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন ও জারি করা হলো।

২। নীতিমালার নাম: **পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক শস্যগোলা ব্যবস্থাপনা ও ঋণ (সংশোধিত) নীতিমালা।**

৩। সংজ্ঞা:

ক) শস্য বলতে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ধান, চাল, ডাল, সরিষা এবং দানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা সম্ভব তাই বুঝাবে।

খ) গোলা বলতে কৃষকের নিজ গৃহের মধ্যে বা গৃহের আঙ্গিনায় বাঁশ, হোগলা, নল বা অনুরূপ জাতীয় বস্তু দ্বারা নির্মিত খাদ্য শস্য সংরক্ষণের কাঠামো/আধার বুঝাবে।

গ) সমিতি বলতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি বোঝাবে।

ঘ) সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বলতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার অনুরূপ কোন সমিতি ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি, সম্পাদক, ম্যানেজার বা সদস্য বোঝাবে।

৪। নীতিমালার প্রয়োগক্ষেত্র:

এ নীতিমালার আওতায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সমিতির মাধ্যমে ব্যাংকের নির্ধারিত শাখা থেকে ধান/চাল শস্যের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য সদস্য নির্ধারিত ফর্মে (ছক-১) সমিতির সম্মতিতে শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট আবেদন দাখিল করবেন।

৫। ঋণের সিলিং:

ক) এ ঋণ কার্যক্রমটি সকল শস্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে কোন রাখি (সংরক্ষণযোগ্য) ফসলের ক্ষেত্রে প্রদান করা যাবে।

খ) একজন গ্রাহকের সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

৬। ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ:

ক) ধান/চাল/গমের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত মূল্য হিসাবে বিক্রিতব্য শস্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, পরবর্তীতে সদস্যের নিজের গৃহে বা গোলায় ঋণের বিপরীতে সংরক্ষণযোগ্য ধান/চাল/গমের পরিমাণ শস্য গোলা ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং এর সাথে হিসাব করে নির্ধারণ করে দিতে হবে যা এই নীতিমালার ১০(ঘ) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শর্তাদি পরিপালনে প্রযোজ্য হবে।

খ) অন্য শস্যের ক্ষেত্রে বাজার দর যাচাই করে ৬(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক মূল্য এবং পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

গ) শাখা ব্যবস্থাপক মাঠ সহকারী/জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এর মাধ্যমে ৩ দিনের মধ্যে যাচাই করে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

৭। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা:

শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর করবেন।

৮। মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ:

মঞ্জুরীকৃত ঋণ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

৯। মৃত্য ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমে চাঁদা প্রদান :

এ ঋণের ক্ষেত্রেও মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমে **০.৬%** হারে চাঁদা প্রদান করতে হবে।

১০। ঋণের বিপরীতে জামানত:

ক) শস্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট সদস্যের গোলায় নিজ জিম্মায় থাকবে, কাজেই আবেদনকারী সদস্য নিজ জিম্মায় খাদ্য শস্য সংক্ষণ করবেন বিধায় ব্যক্তিগতভাবে জিম্মাদার হবেন।

খ) একই সঙ্গে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এ ঋণ প্রদানে সুপারিশ করবেন বিধায় এ কার্যক্রমের সুপারিশকারী ও তদারককারীর ভূমিকা পালন করবে বিধায় সমিতি ও পাশাপাশি সামষ্টিক দায় বহন করবে।

গ) ঋণের আবেদন মঞ্জুর হলে ঋণ প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতা অস্থায়ী সম্পদ বন্ধক রাখা (হাইপফিকেশন) সম্পর্কিত নির্ধারিত (ছক-খ) ফরমে স্বাক্ষর করবেন এবং সমিতির পক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে ১ জন সদস্যসহ মোট ৩ জন সদস্য নিশ্চয়তা প্রদান সম্পর্কিত অংশে স্বাক্ষর করবেন।

ঘ) ঋণের বিপরীতে মজুদকৃত খাদ্যশস্যের একটি স্টক প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে মাঠ সহকারী, জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এবং শাখা ব্যবস্থাপক স্বাক্ষর করে ঋণ সংক্রান্ত নথিতে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ করবেন।

১১। ধান/চাল/খাদ্য শস্য সংরক্ষণ:

ক) সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী নিজ গৃহে ও জিম্মায় বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন বিধায় বন্ধকীকৃত ধান/চাল/খাদ্য শস্য যথাযথ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবেন।

খ) প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বা অন্য কোন কারণে খাদ্য শস্যের কোন ক্ষতি হলে, গুনগতমান কমে গেলে বা বিক্রয়মূল্য কমে গেলে সে জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহণকারী দায়বহন করবেন।

১২। খাদ্য শস্য বিক্রয় ও ঋণ পরিশোধ:

ক) সংশ্লিষ্ট সদস্য বন্ধকীকৃত শস্য সমিতির সম্মতিতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী/ জুনয়ির অফিসার (মাঠ) কে অবহিত রেখে যে কোন সময় বিক্রয় করতে পারবেন।

খ) খাদ্য শস্য বিক্রয় করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণের অর্থ বাৎসরিক ৮% হারে সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যাংক সময় সময় এ হার পরিবর্তন করতে পারবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধকীকৃত খাদ্য শস্যের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন এবং আংশিক বিক্রয় করা হলে আনুপাতিক হারে ঋণের অর্থ সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করবেন।

১৩। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা:

ক) সর্বোচ্চ ০৬ মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

১৪। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

ক) এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ গ্রহণকারীকে অবশ্যই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সমিতির সদস্য ও প্রান্তিক/ অস্বচ্ছল কৃষক হতে হবে।

খ) যে সকল সদস্যগণের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সন্তোষজনক সে সকল সদস্যগণ এ ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এটি ব্যাংকের একটি বিশেষ কর্মসূচি বিধায়, যে সকল সদস্যগণ ঋণ খেলাপী তারা এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য নয়।

গ) ব্যাংকের সমিতির সদস্য না অথচ অস্বচ্ছল প্রান্তিক যোগ্য কৃষক, সে ক্ষেত্রে উক্ত কৃষককে সমিতিভুক্ত করে ঋণ প্রদান করা যাবে।

ঘ) ঋণের জন্য বন্ধকযোগ্য ধান/চাল/গম বা অন্য খাদ্য শস্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিজ জমিতে বা বর্গা জমিতে উৎপাদিত হতে হবে অথবা ধান কাটা বা পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত ধান/চাল বা খাদ্য শস্য হতে হবে।

ঙ) একটি ঋণ থাকাবস্থায় এ ঋণ বিতরণ করা যাবে।

১৫। খেলাপী ঋণ আদায়:

শস্য ঋণ সংগ্রহকারী কোন সদস্য ঋণ খেলাপী হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ বিধিমালা ও ঋণ সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণ আদায় করা হবে।

১৬। শস্য গোলা নির্মাণ:

ক) প্রাথমিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য নিজ গৃহের মধ্যে বা আঙ্গিনায় শস্য গোলা নির্মাণ করে বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় খাদ্য শস্য সংরক্ষণ করবেন।

খ) পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের শস্য সংরক্ষণ ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে শস্য গোলা নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

১৭। বিবিধ:

পরিবারভিত্তিক/সমাজভিত্তিক খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য গোলা ব্যবস্থাপনা জনপ্রিয় করা এবং উৎপাদিত খাদ্য শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে নির্বাহী আদেশ জারি করবেন।

১৮। এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে,

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(শেখ মোঃ জামিনুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ছক- ক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

.... শাখা

.... জেলা

ঋণ
আবেদনকারীর
সত্যায়িত ছবি
(পাসপোর্ট সাইজ)
দুই কপি

শস্যগোলা ঋণ আবেদন ও অনুমোদন পত্র

জেলা ঃ		উপজেলা ঃ		ওয়ার্ড নংঃ	
ইউনিয়ন ঃ		গ্রাম ঃ			

সমিতির নাম	ঃ	
সমিতির কোড নং	ঃ	
সমিতির সভাপতি/ম্যানেজারের মোবাইল ফোন	ঃ	

আবেদনকারীর নাম	ঃ	
সদস্য কোড নং	ঃ	
পিতা/স্বামীর নাম	ঃ	
মোবাইল ফোন নং	ঃ	
উদ্দেশ্য	ঃ	সাময়িক সময়ের জন্য শস্য সংরক্ষণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ।
বাস্তবায়নকাল	ঃ	০৬ মাস।
শস্যের বিবরণ ও পরিমাণ	ঃ	
বন্ধকীকৃত শস্যের বর্তমান বাজার মূল্য	ঃ	টাকা (কথায়ঃ ....) মাত্র
নির্ধারিত সময় পর প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়	ঃ	
আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	টাকা (কথায়ঃ ....) মাত্র

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

সুপারিশঃ

১) আবেদনকারী জনাব/জনাবা .... এর হেফাজতে তার নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত/বর্গা জমিতে উৎপাদিত/শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত উপরোক্ত পরিমাণ শস্য সংরক্ষিত আছে। তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন এবং সমিতির নিয়ম-কানুন মেনে চলেন। জনাব/জনাবা... কে ....(কথায়.................................) টাকা ঋণ মঞ্জুর করার সুপারিশ করা হলো/হলো না। উক্ত ঋণ ৮% হারে সার্ভিস চার্জ সহ নির্ধারিত সময় পরে মোট টাকা.................. (কথায় ....) মাত্র এককালীন পরিশোধ করবেন।

সমিতির ম্যানেজার/সভাপতি

মাঠ সহকারীর সীলসহ স্বাক্ষর

জুনিয়র অফিসার (মাঠ) এর
সীলসহ স্বাক্ষর

২) ঋণ মঞ্জুরঃ

প্রস্তাবিত ঋণের বিপরীতে শস্য মজুদ কওে তিনি বাড়তি লাভের সুযোগ পাবেন/পাবেন না। আবেদনকারী জনাব/জনাবা .... ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করেছেন/করেননি বিধায় প্রস্তাবিত ঋণ মঞ্জুর/বাতিল করা হলো।

তারিখ ঃ

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

বিতরণঃ

১. সভাপতি/ ম্যানেজার...
২. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আফিস নথি।

ছক- খ

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

-------------------শাখা

বিতরণকৃত শস্যগোলা ঋণ দায়বদ্ধ রাখার একরারনামা ও অঙ্গীকারনামা

জেলা ঃ	উপজেলাঃ	
ইউনিয়ন ঃ	ওয়ার্ড নং ঃ	গ্রামঃ
সমিতির নাম ঃ	সমিতির কোড নং ঃ	সভাপতি/ম্যানেজারের মোবাইল নং-

এই একরারনামা ----------------- তারিখে আমি -------------------------------- গ্রামঃ ----------------------------, ডাকঘর ঃ ------------------------, উপজেলা ঃ -------------------, জেলা ----------------------, সদস্য নং ------------- কর্তৃক এই দলিল আমার উত্তরাধিকারীগণ, তত্ত্বাবধায়কবৃন্দ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, আমার ও আমার পরিবারের উদ্যোগে নেয়া প্রকল্প ঋণ বাস্তবায়নের জন্য আমার নামে টাকা .... (কথায় ....) মাত্র .... মাস/বছর মেয়াদে সমান-----------টি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক/এককালীন কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। যতদিন উক্ত ঋণের টাকা ও তার সার্ভিস চার্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই ঋণের বিপরীতে রাখা ধান/চাল/গম/খাদ্য শস্য/শস্য আমি কোন অবস্থাতে হস্তান্তর করবো না। আমি ঋণ প্রদানে যাবতীয় শর্ত মানতে বাধ্য থাকব। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের পূর্বে কোন কারণবশতঃ ঋণের টাকা বা তা দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি নষ্ট হলেও আমি সম্পূর্ণ ঋণ ও সেবামূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকব। ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ ও সার্ভিস চার্জের টাকা আদায় করতে বা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এ ব্যাপারে উত্তরাধিকারীগণ কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না এবং আপত্তি করলে আইনগত কোন বৈধতা থাকবে না।

অঙ্গীকারনামা

আমি বাধ্যতামূলকভাবে মৃত্যুঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমের সদস্য হবো এবং এজন্য সদস্য চাঁদা বাবদ মঞ্জুরীকৃত ঋণের শতকরা ----% টাকা(অফেরতযোগ্য) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় মৃত্যুঝুঁকি আচ্ছাদন তহবিল হিসাবে জমা প্রদান করবো। আমি নির্ধারিত হারে পিএসবি সঞ্চয় স্কীমে একটি সঞ্চয় আমানত হিসাব খুলবো।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী----------------------------- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে অদ্য -----------------------টাকা (কথায় ----------------------) মাত্র ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলাম, যা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধ করার চুক্তিতে আমি স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে নিম্নোক্ত গ্যারান্টর/ জিম্মাদার/ নিশ্চয়তাকারীর উপস্থিতিতে একরারনামা ও অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করলাম ।

তারিখঃ

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর----------------------

আবেদনকারীর পুর্ণ নাম:

গ্যারান্টর/
জিম্মাদারের
সত্যায়িত ছবি
(পাসপোর্ট সাইজ)
এক কপি

গ্যারান্টর/ জিম্মাদার/ নিশ্চয়তাকারীঃ

আমার -------------------------(সম্পর্ক) জনাব ----------------------------- আপনার ব্যাংক থেকে ------------------- উদ্দেশ্যে--------------------- টাকা ঋণের আবেদন করেছেন। গ্যারান্টরের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল এবং আমি তার ঋণের গ্যারান্টর হতে সম্মত আছি। আমি প্রত্যয়ন করছি যে, তিনি ব্যাংকের যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে চলবেন এবং সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন। এর কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে আমি উক্ত ঋণ সুদ/ মুনাফা/ সার্ভিস চার্জসহ পরিশোধে আইনতঃ বাধ্য থাকব।

তারিখঃ

১.স্বাক্ষর ঃ----------------------------------	২.স্বাক্ষর ঃ----------------------------------	.স্বাক্ষর ঃ----------------------------------
নাম ঃ -------------------------------------	নাম ঃ -------------------------------------	নাম ঃ -------------------------------------
পিতা/স্বামীর নাম ঃ---------------------------	পিতা/স্বামীর নাম ঃ---------------------------	পিতা/স্বামীর নাম ঃ---------------------------
গ্রাম ঃ -------------------------------------	গ্রাম ঃ -------------------------------------	গ্রাম ঃ -------------------------------------
ডাকঘর ঃ ----------------------------------	ডাকঘর ঃ ----------------------------------	ডাকঘর ঃ ----------------------------------
পেশা ঃ ------------------------------------	পেশা ঃ ------------------------------------	পেশা ঃ ------------------------------------
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ----------------------	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ----------------------	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ----------------------
মোবাইল নম্বর ঃ -----------------------------	মোবাইল নম্বর ঃ -----------------------------	মোবাইল নম্বর ঃ -----------------------------

নোট ঃ গ্যারান্টর/ জিম্মাদার/ নিশ্চয়তাকারী একজন হবেন ঋণ গ্রহীতার পরিবারের সদস্য (মহিলা ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান) এবং অন্যরা সমিতির সদস্য।

সংযুক্তিঃ গ্যারান্টর/ জিম্মাদার/ নিশ্চয়তাকারী এর জাতীয় পরিচয়পত্র এর কপি।